ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পা ২০২১-২৩ এর কর্মসম্পাদন সূচক ১.১.১ এ উল্লিখিত এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সেবা সহজিকরণ/ডিজিটালাইজকৃত উদ্ভাবনী ধারণাটির বিস্তারিত বিবরণ

সেবা সহজিকরণ/ডিজিটালাইজকৃত উদ্ভাবনী ধারণার নাম:

"২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তিতে অটোমেশন পদ্ধতি চালুর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ"।

সমস্যার ধরণ:

'মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা-২০২২' এর ৪.২ ও ৪.৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে জাতীয় মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়। জাতীয় মেধা তালিকা প্রকাশের পর স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তির একটি সিডিউল প্রকাশ করা হয়ে থাকে। উক্ত সিডিউল অনুযায়ী বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজসমূহ জাতীয় দৈনিকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে ভর্তি ফরম উত্তোলনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এ পদ্ধতিতে একজন শিক্ষার্থীকে পৃথক পৃথক মেডিকেল কলেজ হতে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করতে হয় বিধায় সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয় হয়ে থাকে। ভর্তি প্রক্রিয়া সহজতর এবং মেধার ভিত্তিতে সচ্ছতার সাথে বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি নিশ্চিতের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে দেশি শিক্ষার্থী ভর্তিতে অটোমেশন পদ্ধতি চালুর লক্ষ্যে একটি উদ্ভাবনী ধারণা প্রস্তাব করা হয়েছে। উদ্ভাবনী ধারণাটি নিম্নরূপ:

জাতীয় মেধাক্রম অনুযায়ী বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যে অটোমেশন পদ্ধতি

১.	সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া (প্রথম অপেক্ষমাণ তালিকা পর্যন্ত) সমাপ্ত হওয়ার পর বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।
⇩	
২.	বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তিচ্ছুদের নিকট থেকে টেলিটকের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হবে। ফি উল্লেখসহ একটি বর্ণনা পাঠ করার পর বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে আগ্রহীরাই শুধুমাত্র লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে পরবর্তী পাতায় প্রবেশ করতে পারবেন।
⇩	
৩.	সকল যোগ্য/উত্তীর্ণ প্রার্থীর মধ্যে যারা বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে আগ্রহী, তারা অনলাইনে সকল বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের তালিকা থেকে নিজের পছন্দ ক্রমানুসারে সাজিয়ে আবেদন করতে পারবেন।
⇩	
৪.	পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াটি মেধার ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে।
⇩	
৫.	আবেদন করার শেষ সময়সীমা পার হওয়ার পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে সকল প্রার্থীকে এসএমএস দিয়ে জানিয়ে দেয়া হবে যে

মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস
উপসচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

CamScanner

	মেধাক্রম অনুযায়ী কে কোন বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।
৬.	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (সর্বোচ্চ ৩ দিন) নির্বাচিত প্রার্থীকে নিশ্চিত করতে হবে যে তিনি যে কলেজে নির্বাচিত হয়েছেন, সেখানে ভর্তি হতে সম্মত আছেন।
৭.	প্রথমবার সম্মতি নিশ্চিতকরণের পরে শুন্য থাকা আসনসমূহে অপেক্ষমাণদের মধ্য থেকে আবেদনের সময়ে দেয়া পছন্দক্রম অনুযায়ী ২য় বারের মতো শিক্ষার্থী নির্বাচন করে তালিকা প্রকাশ করা হবে এবং আবারও এসএমএস এর মাধ্যমে জানানো হবে।
৮.	২য় বারে নির্বাচিত প্রার্থীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (সর্বোচ্চ ৩ দিন) নিশ্চিত করতে হবে যে তিনি যে কলেজে নির্বাচিত হয়েছেন, সেখানে ভর্তি হতে সম্মত আছেন।
৯.	২য় বারে সম্মত প্রার্থীদের মধ্য থেকে মেডিক্যাল কলেজওয়ারী নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
১০.	১ম ও ২য় বারে নির্বাচিত প্রার্থীদের ভর্তির শেষ তারিখ জানিয়ে দেয়া হবে এবং ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও প্রার্থীকে অনলাইনে তা স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।
১১.	এরপরও যদি কোনো মেডিক্যাল কলেজে আসন শুন্য থাকে সেগুলোর জন্যেও একই প্রক্রিয়ায় ৩য় বার শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে।

মেধাবী-অস্বচ্ছল কোটায় বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যে অটোমেশন পদ্ধতি

১.	বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর সময় একই সাথে মেধাবী-অস্বচ্ছল কোটায় টেলিটকের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদন গ্রহণ শুরু হবে।
২.	বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে মেধাবী-অস্বচ্ছল কোটায় ভর্তির জন্যে আলাদা একটি ট্যাব তৈরি করা থাকবে। মেধাবী-অস্বচ্ছল কোটায় ভর্তির শর্তসমূহ উল্লেখসহ একটি বর্ণনা পাঠ করার পর আগ্রহীরাই শুধুমাত্র লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে পরবর্তী পাতায় প্রবেশ করতে পারবেন।

মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস
উপসচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

CamS

৩.	সকল যোগ্য/উত্তীর্ণ প্রার্থীর মধ্যে যারা বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে মেধাবী-অসচ্ছল কোটায় ভর্তি হতে আগ্রহী, তারা অনলাইনে সকল বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের তালিকা থেকে নিজের পছন্দ ক্রমানুসারে সাজিয়ে মেধাবী-অস্বচ্ছল কোটায় আবেদন করতে পারবেন।

⇩

৪.	মেধাবী-অস্বচ্ছল কোটায় আবেদনের জন্যে 'অস্বচ্ছল' প্রমাণের শর্তসমূহ নির্ধারণ করে সেগুলো স্বচ্ছতার সাথে ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা থাকবে। যারা এই কোটায় আবেদন করবেন, তারা শুধুমাত্র কোটার আসনসমুহের জন্য বিবেচিত হবেন। তারা সেলফ-ফাইন্যান্স স্কিমে ভর্তির জন্য আবেদনের সুযোগ পাবেন না এবং পরবর্তীতে সেলফ-ফাইন্যান্স স্কিমে ভর্তির জন্য বিবেচিত হবেন না।

⇩

৫.	মেধাবী-অস্বচ্ছল কোটায় ভর্তি হতে ইচ্ছুকগণ অস্বচ্ছলতার দালিলিক প্রমাণ আপলোড করবেন, যা মিথ্যা বা ভুল প্রমাণিত হলে আবেদনপত্র বাতিল হবে এবং তথ্য প্রদানকারীকে এজন্যে শাস্তির মুখোমুখি হতে পারে।

⇩

৬.	মেধাবী-অস্বচ্ছল কোটায় আবেদনকারীদের মধ্য থেকে মেধা-স্কোরের ভিত্তিতে মেধাবী-অস্বচ্ছল কোটার মোট আসনের ৩ গুণ শিক্ষার্থী নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে কোটার সমসংখ্যক শিক্ষার্থী চূড়ান্ত করা হবে।

কাঙ্খিত ফলাফল:

এ অটোমেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে একাধিক মেডিকেল কলেজ হতে ভর্তি ফরম উত্তোলন করতে হবেনা বিধায় সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয় রোধ হবে।

মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস
উপসচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

CamSc